চবির ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিল, কমেছে জিপিএ যোগ্যতা

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য ‘পোষ্য কোটা’ বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সার্বিকভাবে অবনতি হওয়ায় গত বছরের তুলনায় সব ইউনিটে এইচএসসি ২০২৫ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ যোগ্যতার মান শূন্য দশমিক ৫০ কমানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভা হয়েছে। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অনেক দিনের পোষ্য কোটা বাতিলের দাবির প্রেক্ষিতেই আমরা এটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে বাকি কোটা এখনো বহাল থাকছে।

এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় ‘ওয়ার্ড কোটা’ বা পোষ্য কোটা বাদেও ৯ ধরনের কোটা বহাল থাকবে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, বিদেশি শিক্ষার্থী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বিকেএসপি খেলোয়াড়, পেশাদার খেলোয়াড় ও দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী কোটা থাকবে।

গত বছরের জুলাই মাসের ছাত্র আন্দোলনের পর শিক্ষার্থীরা পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে নানা আন্দোলন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে কোটা দুই-

তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া হয় এবং এবার পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে।

পাশাপাশি এবার এইচএসসি ২০২৫-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ যোগ্যতায় কিছু কমিয়ে আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের একাডেমিক শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রর এস. এম. আকবর হোছাইন জানান, শুধু এইচএসসি ২০২৫ সালের পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য জিপিএ ০.৫০ কমানো হয়েছে।

অন্যদের জন্য এ সুযোগ থাকবে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা ২ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে ৩ জানুয়ারি ‘ডি’ ইউনিট, ৯ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট, এবং ১০ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া উপ-ইউনিটগুলোর মধ্যে ‘ডি-১’ ইউনিটের (শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ) পরীক্ষা হবে ৫ জানুয়ারি, ‘বি-১’ ইউনিটের ৭ জানুয়ারি এবং ‘বি-২’ ইউনিটের পরীক্ষা ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইনে আবেদন

প্রক্রিয়া শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, যা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

‘এ’ ইউনিটে (বিজ্ঞান অনুষদ) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে (চতুর্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ ৭ দশমিক ৭৫ প্রয়োজন। আলাদাভাবে মাধ্যমিকে অন্তত ৪ এবং উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ ৩ দশমিক ২৫ থাকতে হবে। ‘বি’ ইউনিটে (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ) মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের মোট জিপিএ ৭, আর বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য জিপিএ ৭ দশমিক ৫০ নির্ধারণ করা হয়েছে। ‘সি’ ইউনিটে (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ) ন্যূনতম যোগ্যতা মোট জিপিএ ৭ দশমিক ৫০। ‘ডি’ ইউনিটে (সমন্বিত ইউনিট) সব বিভাগের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে, যেখানে ন্যূনতম জিপিএ ৭ থাকতে হবে। তবে এটা শুধু এইচএসসি-২০২৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য। এ বছর যারা দ্বিতীয়বারের মতো পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আগের যোগ্যতাই বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।